সংবাদ

তারিখ ... 20 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ছয় হাজার ছাত্রছাত্রীকে অবৈধভাবে ডিগ্রি দিয়েছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি

● উপাচার্যের বিরুদ্ধে ১২শ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ● তদন্তে নামছে ইউজিসি ও দুদক

রাকিব উদ্দিন

৬ হাজার ২০ ছাত্রছাত্রীকে অবৈধভাবে উচ্চ ডিগ্রি দেয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের (এইউবি) বিরুদ্ধে। ডিগ্রির মধ্যে আছে অনার্স, বিবিএ ও এমবিএ। পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানের উপাচার্যের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ২০ কোটি টাকা মূল্যের বিলাসবহুল বাড়ির মালিক হওয়া এবং এক হাজার ২০০ কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের বিষয়টি তদন্ত করছে দুদক। আর অননুমোদিতভাবে ডিগ্রি দেয়ার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছে দুদক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

দুদকের তদন্ত কার্যক্রম ও অভিযোগের বিষয়ে অবৈধভাবে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

অবৈধভাবে : ডিগ্রি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেলফোনে জানতে চাইলে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেক সংবাদকে বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কোন কথা বলব না।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মতে, উপাচার্য আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেক স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত আবদুল খালেকের পুত্র। ১৯৭১ সালে আবদুল খালেক 'ইমান-আকিদা সংরক্ষণ কমিটি' নামের একটি সংগঠন গঠন করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষে কাজ করে। এ সংগঠনের মাধ্যমে আবদুল খালেক নরসিংদীতে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষের ওপর নির্যাতন করে। পিতার সঙ্গে যোগ দেয় দুই পুত্র আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেক ও আবু ফারাহ মোহাম্মদ ফারুক। স্বাধীনতার পর তারা এলাকা থেকে পালিয়ে যায় এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর আবার তারা এলাকায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের আশীর্বাদে আবদুল খালেক 'ইসলামিক ডেমোক্রাটিক লীগ' নামের একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে রাজাকারদের পুনর্বাসন করা হয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে দুদক। দুদকের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এইউবির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে দুদকের পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করতে ইউজিসিকে নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ইউজিসিকে দেয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ২০০৭ সালের ৪র্থ সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক এক হাজার ৫৩১ জনকে সনদ প্রদানের অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত ছয় হাজার ২০ জনকে অননুমোদিতভাবে ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। এই বিষয়টি তদন্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া পও হয়ে যাওয়া ৫ম সমাবর্তন চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত চার হাজার ৭০৯ জনের স্থলে ১০ হাজার ২২৬ জনকে অননুমোদিতভাবে সনদ প্রদানের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলেও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বলা হয়েছে। নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে গত বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন রাষ্ট্রপতি।

দুদকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রিজিওনাল রিসোর্স সেন্টার বা আরআরসি দূরশিক্ষণের একটি অংশ। ১৮টি আরআরসির মাধ্যমে সারাদেশে শিক্ষা বাণিজ্যের অভিযোগ আছে এইউবির বিরুদ্ধে। অর্থের বিনিময়ে এসব সেন্টার থেকে সনদ বিক্রি করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের নানা অনিয়ম ও অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে কমপক্ষে ১৫ বার ছাত্র বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে বলে ইউজিসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

ভিসির পারিবারিক প্রতিষ্ঠান : ইউজিসি সূত্র জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুসারে দুই মেয়াদের বেশি কেউ ভিসি পদে থাকতে পারবেন না। [illegible] বছর পর পর [illegible] পরিবর্তনের [illegible] হয়েছে। কিন্তু অধ্যাপক আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেকই প্রতিষ্ঠাকালীন সময় অর্থাৎ ১৯৯৬ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্যের পদ দখল করে আছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির অসাধু কর্মকর্তাদের নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে তিনি তিনবারের বেশি সময় ধরে উপাচার্যের পদ দখল করে আছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। আর ভাই ও সন্তানদের পরিচালকের দায়িত্ব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] করছেন। প্রতিষ্ঠানের চাকরির [illegible] বিধিমালা নেই। উপাচার্যের একান্ত ইচ্ছেতেই শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও চাকরিচ্যুত করা হয়। এইউবির কয়েকজন শিক্ষক সংবাদকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়টির উত্তরা ক্যাম্পাসের ২৯ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ভিসি অধ্যাপক আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেকের নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে আছেন ভিসির স্ত্রী সালেহ সাদেক, পুত্র মুহাম্মদ জাফর সাদেক, বড় ভাই হারুন মিয়া, ছোট ভাই আনোয়ার হোসেন ও খালাত ভাই নুরুল হোসেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভিসির ভাই আনোয়ার হোসেন ডিরেক্টর (অ্যাডমিশন) পদে আছে। আনোয়ার হোসেন কারিগরি কলেজ থেকে ডিপ্লোমা এবং নিজেদের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে বিবিএ ও এমবিএ করেন। ভিসির আরেক ভাই হারুন মিয়াও এখন প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অফ গভর্নরের ডিরেক্টর পদে আছেন। তাদের সনদের বৈধতা নিয়েও সন্দেহ পোষণ করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে খুলনা ও রাজশাহীতে আউটার ক্যাম্পাস বা শাখা ক্যাম্পাস খুলে সনদ বিক্রি করছে। এমনকি ইউজিসির অনুমোদন ছাড়াই রাজধানীর মতিঝিলে একটি ক্যাম্পাস খুলেছে এই প্রতিষ্ঠান। মতিঝিল ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে ঠিকানা ব্যবহার করা হয় উত্তরা ক্যাম্পাসের। এ ক্যাম্পাস থেকে বিবিএ ও এমবিএর ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। মোটা অংকের বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অছাত্র, সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, গৃহিণী, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সার্টিফিকেট দিচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ সনদ বাণিজ্য থেকে নিয়মিত মোটা অংকের টাকা মাসোহারা পাচ্ছেন ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা সম্পর্কীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক প্রভাবশালী সদস্য।